Name of the Journal: উদার আকাশ

Name of the Article: পরশুরাম : রামায়ণ কাহিনির রসময় স্রষ্টা

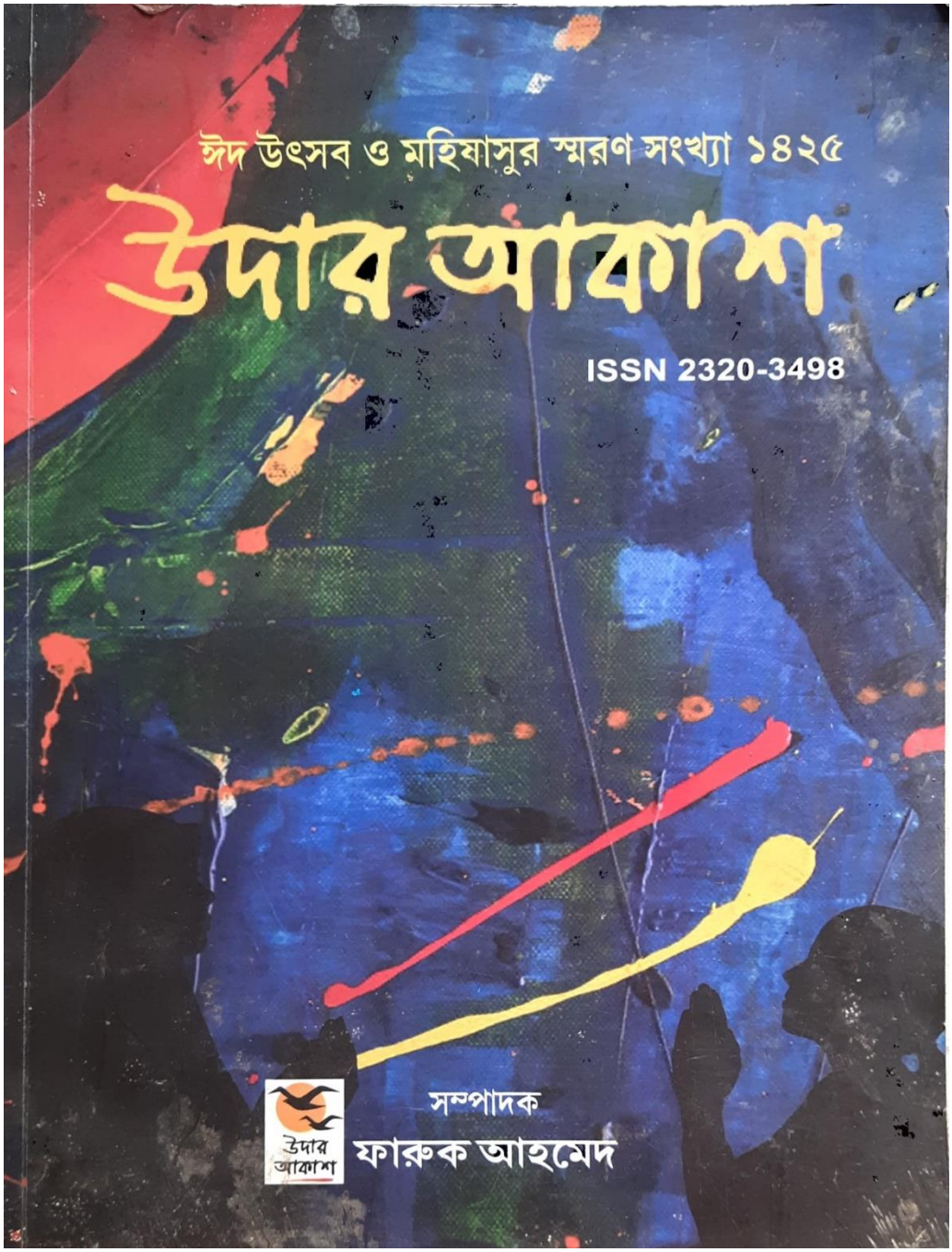

উদার আকাশ

ঈদ উৎসব ও মহিষাসুর স্মরণ সংখ্যা ১৪২৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

১

সত্য, ঈশ্বর এবং ... □ ১১

২

অগ্রগতির পথে □ ১১

উদার আকাশ প্রকাশন

উদার জীবনের অন্বেষণ

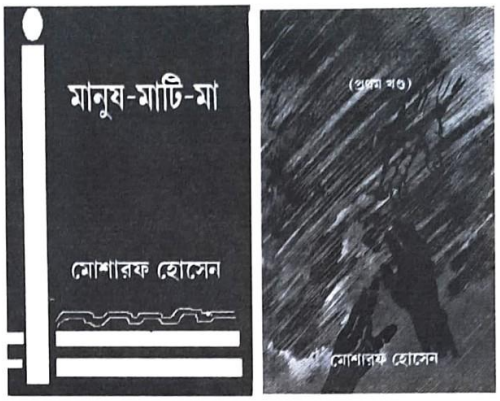

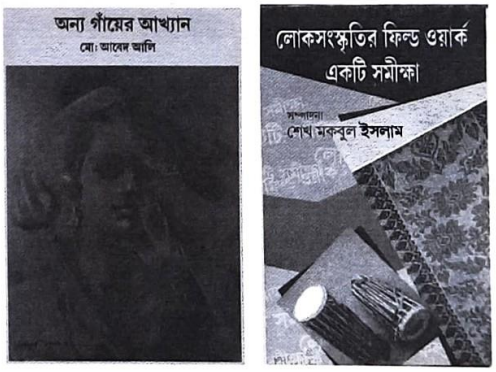

উদার আকাশ

ঘটকপুকুর, ডাক বি গোবিন্দপুর-৭৪৩৫০২, থানা ভাঙড়,
জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কথা: ০৯৭৩৩৯৭৪৪৯৮
email : udarakashpub@gmail.com
udarfaruque@gmail.com

সূচিপত্র

ঈদ উৎসব ও মহিষাসুর স্মরণ সংখ্যা ১৪২৫

প্রবন্ধ

তরুণ মুখোপাধ্যায়
হজরত মহম্মদ (সা.): তিন কবির চোখে □ ১৫

গৌতম রায়
মহিষমর্দিনী বনাম মহিষাসুরপূজা □ ১৭

একরামূল হক শেখ
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সম্প্রদায় : এক প্রস্তাবনা □ ১৯

সুখেন্দু বিকাশ মৈত্র
জীবনের জন্য নদী □ ৬৪

ত্রিসপ্ত প্রদীপ
পরশুরাম : রামায়ণ কাহিনির রসময় স্রষ্টা □ ৭৬

মিরাজুল ইসলাম
মেঠো সুরের গান 'খন' □ ৮২

সাইফুল্লা
বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি: প্রসঙ্গ কথা ও ব্যক্তিগত বীক্ষা □

শুভেন্দু মণ্ডল
নদী-ভাঙনের সংরূপ ঘনশ্যাম চৌধুরীর অবগাহন □

শান্তনু প্রধান
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের স্বরূপ □

মহঃ জিয়াউল হক
ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনে
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জেল-দর্পণ □ ১৫১

সুবীর কুমার সেন
বিনয়ের কবিতায় সুর-রিয়ালিস্ট সংবেদন
জীবনানন্দের উত্তরাধিকার □ ১৫৮

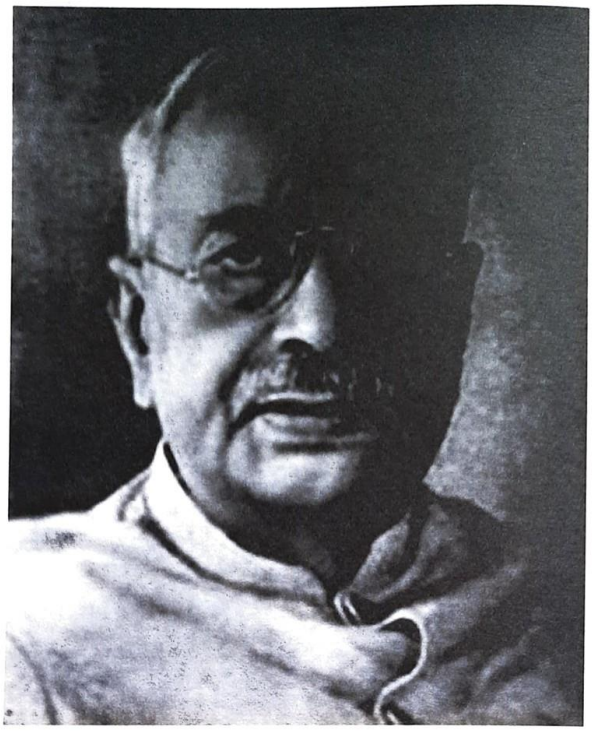

পরশুরাম : রামায়ণ কাহিনির রসময় স্রষ্টা

ত্রিসপ্ত প্রদীপ

বাংলা সাহিত্যের অবারিত পটভূমিতে রাজশেখর বসু একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী। রস সাহিত্যের অকূল সাগরে তিনি নাবিক পুরুষ। রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম হল পরশুরাম। পরশুরাম নামেই তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি গগনচুম্বী। পুরাণের কাহিনি পরশুরামকে নিদারুণ প্রভাবিত করেছিল। তাই ছদ্মনাম গ্রহণ থেকে শুরু করে কাহিনি নির্বাচন তাঁর সমস্ত কিছুতেই পুরাণের পবিত্র স্পর্শ রয়েছে। রাজশেখর বসুর জীবৎকালে তাঁর স্বনামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশটি। এর মধ্যে পাঠকের মনে অনবদ্য ছাপ রেখেছে "চলন্তিকা", "রামায়ণ" (সারানুবাদ), "মহাভারত" (সারানুবাদ), "চলচিন্তা" প্রভৃতি। পরশুরাম নামে নয়টি গল্পগ্রন্থে তাঁর মোট সাতানব্বইটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কবিতা ও প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

পরশুরামের রচনার সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ হল হাস্যরস ও পরিহাসপ্রিয়তা। তিনি ব্যঙ্গ, কৌতুক বা মজার ছলে সমাজের চালচিত্র তুলে ধরেছেন। আর এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কখনও কাউকে আহত করেননি। সমালোচক লিখেছেন, "বের্গস যাকে ইন্‌টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্য সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর।"[১] রসিক পরশুরাম হাস্যরসের নিপুণ কারিগর। হাসির প্রপাত সৃষ্টিতে তিনি বিচিত্র পথে যাত্রা করেছেন। কোথাও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, কোথাও চরিত্রের অযাচিত অনুপ্রবেশ, কখনও সিরিয়াস গোছের খামখেয়ালি বাগবিতণ্ডা, কখনও বা দূরপ্রসারী কল্পজগত নির্মাণ যখন যা মন চেয়েছে তাই করে পাঠকের বৈঠকখানায় হাসির হিল্লোল তুলেছেন।

তারপরেও মনে রাখতে হবে 'প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক'